আগর বৃক্ষ বিক্রয় নীতিমালা-২০১২

১। শিরোনাম ঃ এ নীতিমালা আগর বৃক্ষ বিক্রয় নীতিমালা- ২০১২ হিসেবে অভিহিত হবে।

২। বিস্তৃতি ঃ এটি সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর হবে।

৩। সংজ্ঞা ঃ (১) " আগর বৃক্ষ" অর্থ সরকারী আগর বৃক্ষ বুঝাবে।

(২) " উপকারভোগী " অর্থ সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০৪, এর বিধি ৬ (খ) মতে চুক্তিবদ্ধ উপকারভোগী বুঝাবে।

(৩) " আবর্তকাল " অর্থ রোপণ হতে কর্তন পর্যন্ত সময়।

(৪) " কপিস " অর্থ গাছ কর্তনের পর গাছের গোড়া হতে যে পল্লব (Shoot) জন্মায়।

(৫) " Inoculation/Treatment " আগর সঞ্চিত হওয়ার জন্য কৃত্রিমভাবে গাছে জৈব, ভৌত বা রাসায়নিক পদ্ধতির প্রয়োগ।

৪। গাছের বয়স ও ধরন ঃ আগর গাছের আবর্তকাল ১৩ বছর হবে। তবে ৮ (আট) বছর পূর্ণ হলে বা বুক সমান উচ্চতায় গড় বেড় ৩৬-৪৫ সেঃ মিঃ (১.৫ ফুট) এর অধিক হলে (শতকরা ৮০ ভাগ গাছের বেড় এরূপ হলে) উক্ত বাগান ইনোকুলেশন উপযোগী বলে ধরা যাবে।

৫। বিক্রয় পদ্ধতি ঃ বিক্রয় উপযোগী আগর বাগান প্রকাশ্য নিলামে বা সীল্ড টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে।

৬। গাছ কাটার মেয়াদ ঃ ক্রেতা গাছ ক্রয়ের ৪-৫ বছরের মধ্যে ক্রয়কৃত সকল আগর গাছ কেটে নিবেন।

৭। মূল্য পরিশোধ ঃ

(১) নিলাম হওয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ক্রেতাকে বিক্রয় মুল্যের ৫০% টাকা জমা দিতে হবে।

(২) দ্বিতীয় বছরে ৩০% টাকা জমা দিতে হবে।

(৩) তৃতীয় বছরে ২০% টাকা জমা দিতে হবে।

তবে, যে কোন কারণে আগর বৃক্ষ মারা গেলেও ক্রেতাকে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

৮। বাগান রক্ষণাবেক্ষনে ক্রেতার প্রতিপালনীয় ঃ

(১) চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর হতে গাছ কর্তন পর্যন্ত আগর বাগানের পাহারার দায়িত্ব ক্রেতার উপর থাকবে। এ সময় আশেপাশের বাগান ও উক্ত বনাঞ্চলের কোন ক্ষতি করা যাবে না, ক্ষতি হলে ক্রেতাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আগার বাগান রক্ষণাবেক্ষনের নামে বাগানের মধ্যে কোন স্থাপনা করা যাবে না।

(২) ক্রেতা আগার বাগানের নিয়মিত পরিচর্যার অংশ হিসেবে আগাছা/লতা ইত্যাদি কাটবেন, পরিদর্শন পথসমুহ সচল রাখবেন। তবে বড় গাছের নীচে জন্মানো আগর চারা গাছ অথবা বন্য পশু/পাখি খাদ্য হিসেবে চিহ্নিত প্রজাতির চারা/গাছ কাটতে পারবে না।

(৩) বিক্রয়মূল্যের ৫০% অর্থ জমাদানের পর ক্রেতা গাছে আগর তৈল সঞ্চয়নের জন্য Inoculation/Treatment করতে পারবেন। Inoculation/Treatment এর জন্য প্রচলিত পেরেক গাথা পদ্ধতি কিংবা অন্য কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাবে এমন কোন পদ্ধতি বা রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করা যাবে না যাহা বাগানের জন্য ক্ষতিকর কিংবা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর/ঝুঁকিপূর্ণ। গাছের গোড়া থেকে ৬" -০ পর্যন্ত কোন পেরেক গাঁথা যাবে না এবং মোথা অপসারণ করা যাবে না।

পরিবহন ঃ বন আইন প্রচলিত ধারা ও ফরেষ্ট ট্রানজিট রুলস অনুযায়ী আগর বৃক্ষ পরিবহন করতে হবে।

১০। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ঃ

(১) চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর আশেপাশের বাগান ও উক্ত বনাঞ্চলের কোন ক্ষতি হলে ক্রেতাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

(২) আগর গাছ কেটে নেয়ার পর তার কপিস কোনভাবে নষ্ট করা যাবে না। কপিস নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

(৩) তালিকাভুক্তি ঃ আগর ব্যবসায়ী/ফ্যাক্টরী মালিকগণকে বন বিভাগের তালিকাভূক্ত হতে হবে।

১১। রপ্তানীর অনুমোদন গ্রহণ ঃ আগর রপ্তানীর ক্ষেত্রে Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) এর Management Authority এর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

১২। অধিগ্রহণ ঃ বৈজ্ঞানিক বা অন্য কোন কাজে প্রয়োজন হলে বিক্রিত বাগান বা তার অংশ বিশেষ হারাহারি ভাবে বিক্রিত মূল্যের অতিরিক্ত ১০% প্রদান সাপেক্ষে বন অধিদপ্তর অধিগ্রহণ করতে পারবেন।

১৩। অংশীদারিত্ব ঃ যে সকল সরকারী আগর বাগানে উপকারভোগী রয়েছে আগর বাগান বিক্রির পর তাদের অংশ দেয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হবে। সরকারী বাগানের আগর বৃক্ষ বিক্রয়লব্ধ আয় বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে নিম্নেবর্ণিত হারে বন্টিত হবে, যথা ঃ

ক্রঃ নং	পক্ষ	প্রাপ্য হার
(ক)	বন অধিদপ্তর	৪৫%
(খ)	উপকারভোগী	৪৫%
(গ)	বৃক্ষরোপন তহবিল	১০%

১৪। উপকারভোগী নির্বাচন ঃ সামাজিক বনায়ন ২০০৪ অনুসরনে উপকারভোগী নিয়োগের মাধ্যমে চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হতে হবে।

১৫। সরকার সময় সময় প্রয়োজনবোধে এ নীতিমালার আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন করতে পারবে।

(মেছবাহ উল আলম)
সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়